তারিখ 10 DEC 1988
পৃষ্ঠা 9

দৈনিক বাংলা

047

অর্থাভাব ঃ দফায় দফায় শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি

পাবনায় স্কুল-কলেজের ছাত্র সংখ্যা আশংকাজনক ভাবে হ্রাস পাচ্ছে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

পাবনা ৮ই ডিসেম্বর।— শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন উপকরণের দফায় দফায় মূল্য বৃদ্ধির ফলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের হার আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। প্রতিমাসে অর্থাভাবে শতাধিক ছাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

লেখার কাগজ, কালি, কলম, বই, ক্লাসের বেতন, বিভিন্ন বিষয়ে ফিস-এর হার বৃদ্ধি প্রভৃতি এর মূল কারণ বলে জানা গেছে। শুধু বেসরকারীই নয় সরকারী স্কুল কলেজেও একই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যেমন শিক্ষা বিষয়ক উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভর্তি ফি, পরীক্ষার ফি টিফিন ফি, পুনঃভর্তি ফি থেকে শুরু করে ঝাড়ুদার মালি বাগান প্রভৃতি ফিস-এর হার বৃদ্ধি করছে তেমনি সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সরকারী পাওনার সাথে পাল্লা দিয়ে ছাত্রদের কাছ থেকে বেসরকারী পাওনার হার বৃদ্ধি করছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আসন্ন এসএসসি পরীক্ষায় সরকারী পাওনা দাঁড়ায় প্রতি বিষয়ে (সাবজেক্ট) ১৮ টাকা হিসাবে ১৮০ টাকা, কেন্দ্র ফি ৫০ টাকা, মার্কশীট ফি ১৮ টাকা সর্বমোট ২৪৮ টাকা। কিন্তু বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়গুলো পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ বাবদ আদায় করছে ১ হাজার থেকে ১ হাজার ৮শ টাকা। এসব স্কুলের শিক্ষকরা জানান, পূর্বে বোর্ড মার্কশীটের জন্য মাত্র ১ টাকা নিয়েছে এখন নিচ্ছে ১৮ টাকা সে হারে তারাও বিভিন্ন ফি বৃদ্ধি করেছে।

এদিকে গত বছর যে কাগজের মূল্য ছিল প্রতিদিস্তা (১২ পাতা) ৬ থেকে ৭ টাকা এবার বাজারে তা ১০ থেকে ১২ টাকায় উঠেছে। গত বছর যে নোটবই বিক্রি হয়েছে ১৯ টাকা এবার তার দাম উঠেছে ৫২ টাকা। আবার গত বছর যে স্কুলের বেতন ছিল ৬ষ্ঠ শ্রেণী (বেসরকারী) ১২ টাকা এবার তা ২৪ টাকায় উঠেছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য ক্লাসের বেতনও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এভাবে মূল্য বৃদ্ধির ফলে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংখ্যাও হ্রাস পাচ্ছে। যেমন গত বছর পাবনা জেলার ১২৮টি উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ছিল সর্বমোট ৫১ হাজার ৫১২ জন এবার তা হ্রাস পেয়ে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৩ হাজার ৩৪৮ জন। গত বছর জেলার ২৭টি জুনিয়র হাইস্কুলে ছাত্রছাত্রী ছিল ১১ হাজার ২১১ জন এবার তা হ্রাস পেয়ে ৪ হাজার ১২৭ জনে দাঁড়িয়েছে। গত বছর জেলার ২১টি সরকারী বেসরকারী কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২২ হাজার ৩১৭ জন এবার তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৮শ জনে। প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসাগুলোর অবস্থাও একইরূপ।